ভাসের নাট্যপ্রতিভা :-

(১) ভাসের রচনা ই বিষয়-বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তিনি মহাভারত, রামায়ণ এবং প্রচলিত-প্রাচীন কাহিনি অবলম্বনে নাট্যবস্তু রচনা করেছেন। তিনি তাঁর কল্পনার রঙে ও নাট্যপ্রতিভার স্পর্শে এগুলিকে উপভোগ্য করে তুলেছেন।

(২) ভাসের নাট্যপ্রতিভা ছিল উন্নতমানের। রথীন্দ্রগোবিন্দ বসাক যথার্থই বলেছেন — "এই দিকে প্রতিভা সম্পন্ন মহাকবির কল্পনার বিশালতা, উৎপ্রেক্ষাশক্তির আতিশয্য, মনোবৃত্তির সম্যকজ্ঞান ও বর্ণনে সামর্থ্য প্রভৃতি গুণাবলী তাঁর ছিল না।"

(৩) ভাসের নাট্যপ্রতিভার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বাস্তব চিত্রাঙ্কণ দক্ষতা ও সহজ সরল ভাষা। ~~ভাষার~~ ভাসের ভাষা ব্যাকরণগত শুদ্ধ, তবে কোথাও কোথাও অপাণিনীয় প্রয়োগ খুঁজে পেয়েছে।

Scanned by CamScanner

মহাকাব্য অনুসারী ভাষাশৈলীর সরলতা ও ভাবগাম্ভীর্য ভাসের নাটকের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তার অকারণ ~~[illegible]~~ বাগবিস্তার তাঁর নাটকে নেই। সারগর্ভ প্রবচন ও মধুর কথায় নীতিবাক্যের প্রয়োগেও বিশিষ্টতার পরিচয় আছে।

(৪) ভাসের রচনায় অলৌকিকতার প্রয়োগ কম। আবার অযথা প্রকৃতি বর্ণনাও নেই, আছে জীবনধর্মিতা ও ঘটনার অনুকূল পরিবেশ রচনার ক্ষমতা। বিপরীতধর্মী চরিত্রের সমাবেশে অথবা অবহেলিত নিন্দিত চরিত্রের মহিমা চিত্রণে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছেন।

(৫) ভাস ছিলেন সুদক্ষ নাট্যকার, তাই তিনি তেরোটি দৃশ্যকাব্য নানা বিষয়বস্তুর উপাদানে সজ্জিত করেছেন। অভিনয়ের উপযোগী গতিবেগ, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত, কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার সমাবেশ এবং কথ্যসংলাপে ভাষার সহজ সরল আবেদন তাঁর নাটকগুলিকে নাট্যগুণে ভূষিত করেছে।

(৬) ভাসের নাটকে ছন্দপ্রয়োগের মুন্সিয়ানাও রয়েছে। অনুষ্টুপ, ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, শালিনী, বসন্ততিলক, বংশস্থবিল, মালিনী, শার্দুলবিক্রীড়িত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছন্দই ভাস তাঁর নাটকে ব্যবহার করেছেন।

(৭) ভাস ছিলেন নাটকীয় চরিত্রচিত্রণে সিদ্ধহস্ত। তাঁর চরিত্রগুলি অলৌকিক নয়, বরং বাস্তবের স্পর্শে সঞ্জীবিত। এমনকি রামসীতার মতো দেবচরিত্রও মানবোচিত দোষগুণের সমাবেশে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

(৮) বিভিন্ন রসের প্রকাশেও ভাসের কৃতিত্ব যথেষ্ট। বীর, হাস্য, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি রসের অবতারণা। এই রসের প্রকাশ একদিকে যেমন চমৎকারিতার সৃষ্টি করে, তেমনি নাটকগুলিকে আস্বাদনীয় করে তুলেছে, নাটকীয় ঘটনার সুসংবদ্ধ ক্রমপরিণতি, সাবলীল গতিভঙ্গি নাটকগুলিকে গভীর রেখাপাত

(৯) ভাসের নাটকের নাটকীয় পরিহাসের কুশলতা দর্শকের ও পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করে। কবি জয়দেব ভাসকে 'কবিকুলহাস' বলে অভিহিত করেছেন।

(১০) ভাসের উদ্ভাবনী শক্তি প্রশংসনীয়। যেমন 'প্রতিমা' নাটকে প্রতিমাগৃহের কল্পনা, 'মধ্যমব্যায়োগ'-এ পরিকল্পিত কাহিনির নাটকীয়তা, 'দূতবাক্য'-এ কৃষ্ণের কাহিনির পাশে দুর্যোধনের নাটকীয় কল্পনা, 'স্বপ্নবাসবদত্তা' নাটকে বাসবদত্তার অগ্নিকাহিনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(১১) ইংরেজিতে যাকে Verbal Irony এবং Irony of Action বলে ভাসের নাটকে তাই 'পতাকা' রূপে চিহ্নিত। ভাসের নাটকে এই পতাকার ব্যবহার তাঁর নাটককে দিয়েছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। এই 'পতাকা' হল — একটি বিষয়ের প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি বিষয়ের অবতারণা।

(১২) অভিনয়ের উপযোগী ঘটনার গতিবেগ ভাসের নাটকগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঘটনার দ্রুততা সম্পাদনের জন্যই নাট্যকার কোনো নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মুখে যেমন অযথা দীর্ঘ সংলাপ আরোপ করেন নি, তেমনি কোনো নাটকীয় পাত্র-পাত্রীকে অধিকক্ষণ মঞ্চে আবদ্ধ রেখে দর্শকের বিরক্তি উদ্রেক করেন নি।

(১৩) কল্পিত বৃত্তান্তের সংযোজন ভাসের নাটকগুলিকে নাট্যকলার উৎকর্ষে মণ্ডিত করেছে। ঘটনার সংঘাত বা দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণস্বরূপ। এই নাট্যধর্ম নাটকীয় উৎকণ্ঠা সৃষ্টির মূল, যা ভাসের নাটকগুলিতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান।

(১৪) সংলাপ রচনাতেও ভাস ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর সংলাপগুলি সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর, অযথা দীর্ঘায়িত নয়।

(১৫) অলংকার প্রয়োগেও ভাসের পরিপাট্য লক্ষণীয়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, অনুপ্রাস, অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি অলংকারের বহুল অথচ সাবলীল প্রয়োগ নাটকগুলিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

অতএব, কাহিনি উপস্থাপনের কৌশলে, সংলাপের সহজ সরল ভঙ্গিতে, নাট্যকলার দক্ষতায়, চরিত্রচিত্রণের সার্থকতায়, রসপরিবেশনের কুশলতায়, ছন্দের সুষমায় এবং অলংকার প্রয়োগের পারিপাট্যে ভাসের নাটকগুলি হয়ে উঠেছে অনবদ্য ও উৎকৃষ্ট। কালিদাস-পূর্ব যুগের নাট্যকার রূপে ভাস যথার্থই প্রথিতযশা।

—o—

Scanned by CamScanner